দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 MAR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 3 ...

092

শিক্ষাঙ্গনে

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

শিক্ষা ব্যবস্থায় অতীতে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা প্রায় ছিল না বললেই বোধহয় মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার এমন কোন স্তর নেই যেখানে দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও সন্ত্রাস নেই। সব মিলে শিক্ষা ব্যবস্থাটিই যেন রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অনেক অব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই অব্যবস্থাপনার সঙ্গে রকমারী দুর্নীতি যোগ হয়ে গোটা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতির কবলে পড়েছে। এ পর্যায়ে নতুন রকমের দুর্নীতি শুরু হয়েছে শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে।

পূর্বে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচনী পরীক্ষা নিয়ে সফল প্রার্থীদের তালেকা অনুসারে শিক্ষক নিয়োগ করা হতো। তাতেও অবশ্য কিছু অব্যবস্থাপনা ও লালফিতার দৌরাত্ম্য ছিল, কিন্তু এতদসত্বেও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার বেশী সম্ভাবনা ছিল। বর্তমানে সেই পদ্ধতিতে শিক্ষক নির্বাচন বন্ধ রাখা হয়েছে। এর পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে নির্বাচন ও নিয়োগের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এই নতুন পদ্ধতি শুরুর সময়ে আমরা বলেছিলাম যে, এর দ্বারা শিক্ষক নির্বাচনের ব্যাপারটা সহজ হবে। নির্বাচকরা দায়িত্বশীল হলে অধিকতর ভালো শিক্ষকও এর ফলে নির্বাচিত হতে পারে। কিন্তু এই সাথে আমরা আশংকা করেছিলাম যে, ব্যবস্থাটি দুর্নীতির শিকার হলে সুফলের চেয়ে কুফল অনেক বড় হবে। আমাদের এই আশংকা আজ পরিণত হয়েছে সত্যে।

এখন স্থানীয়ভাবে যেখানে যত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে, প্রায় ক্ষেত্রেই দুর্নীতি চলছে বলে শুনা যায়। স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের আপনজনরাই বেশী প্রাধান্য পাচ্ছে। যোগ্যতার ভিত্তি হচ্ছে প্রার্থীদের তদবির ও ঘুষের অংক। আমরা স্বীকার করি সব ক্ষেত্রে অযোগ্যরা আসছে না। কিন্তু সার্বিক অবস্থাতো মোটেই ভাল নয়। তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সর্বত্র একই অভিযোগ, কান পাতলেই শুনা যায় এসব দুর্নীতির নানা কাহিনী॥ হয়তো যত শুনা যাচ্ছে তত সত্য সঠিক নয়। কিন্তু সবই যে ভিত্তিহীন তাও সঠিক নয়।

আমরা মনে করি, অভিযোগ যা শুনা যায় সবই যে মিথ্যা এমন কথা বলা যায় না। কিছু না কিছু একটা ভিত্তি থাকে। এসব দুর্নীতি-দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক নির্বাচন পরীক্ষা ও নিয়োগের ব্যবস্থা আগে ছিল সেটা ভালো ছিল, না বর্তমান পদ্ধতিই চলতে পারে তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিচার করে দেখা উচিত। যদি পুরনো পদ্ধতিই অধিকতর সঠিক হয়, তাহলে সে পদ্ধতিই চালু করা দরকার আর যদি নতুন পদ্ধতি চালাতে হয়, তাহলে এ পদ্ধতি থেকে দুর্নীতি কিভাবে দূর করে যোগ্য শিক্ষক নির্বাচিত হতে পারে সে ব্যবস্থা করা দরকার। যদি এ দুয়ের অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়, তাহলে তাও করা যেতে পারে। কিন্তু সকল অবস্থায় এই পদ্ধতি যে দুর্নীতিমুক্ত করা হোক এটাই কাম্য।

—মোজাহারুল হক (বাবলু)